



BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Thursday 17 May 2001 (afternoon)
Jeudi 17 mai 2001 (après-midi)
Jueves 17 de mayo de 2001 (tarde)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- Ne pas ouvrir cette épreuve avant d'y être autorisé.
- Rédiger un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

প্রথম অংশ

নিম্ন লিখিত অংশ দুটির একটি সম্পর্কে সমালোচনা লেখঃ

(ক)

মানুষের বয়স বাড়তে থাকলে অতীতের স্মৃতির সম্ভার প্রাণবন্ত সজীবতা নিয়ে ফিরে আসতে থাকে। যে-বিদ্যালয় আমার জীবনের প্রারম্ভিক ও শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হয়েছে, তার কথা ভাবলে আমি স্মৃতি ভাবে আবেগ তড়িত হয়ে পড়ি। আমার সে অতীতে ছিল আনন্দ ও বেদনার সংমিশ্রণ। তবে সময়ের স্রোতোধারা বেদনার স্মৃতিকে স্মান করে, আনন্দের স্মৃতিগুলোকে সুরভিত করে দিয়েছে নানা ভাবে। এতেই এখন আমার হৃদয় ভরে আছে।

স্মৃতিময় অতীতকে নিয়ে কিছু লিখতে হলে আমি বিব্রত বোধকরি। এর সূচনা করাই এক সমস্যা। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম অনেকগুলো বৃত্তি নিয়ে। অধ্যক্ষা মিস রাইট এজন্য আমাকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু এ ছিল এক বিশেষ অভূতপূর্ব ভক্তিগর অভিনন্দন। তাঁর কথায়, “বাস্তবিকপক্ষে তুমি ভালো করেছ”। কিন্তু খুবই লজ্জার কথা, তোমার মাতৃভাষা বাংলার চেয়ে তুমি ইংরেজিতে বেশি নম্বর পেয়েছো। “প্রচণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ শাসনের সময় একজন ব্রিটিশ মহিলার কণ্ঠে এই উচ্চারণ”।

ভবিষ্যতের জন্য ঐ কণ্ঠের সতর্ক বানী নিয়ে আমি কলেজে পদার্পন করলাম। এখানে মিস রাইট সম্পর্ক আমার আরও কিছু বলা প্রয়োজন। বি.এ. ক্লাশে থাকতেই আমার মা মারা যান। মৃত্যু নিয়ে এটাই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। শোক ও স্বজন হারানোর বেদনা আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল। পরে লেখাপড়ায় ফিরে গেলে, মিস রাইট আমাকে তাঁর বাসভবনে ডেকে নিয়ে গভীর স্নেহে সান্ত্বনা দেওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করেন। এবং আমার ক্লেশের অন্য সব ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে শহরে বেড়াতে নিয়ে যান। নিজের খরচেই তিনি এ আয়োজন করেন। আমার শোকাহত মনকে অন্য দিকে ফেরাতে তাঁর বিজ্ঞ হৃদয়ের এই স্নেহের আয়োজনটির কথা চির দিন আমার স্মৃতিতে ধরে রাখব। আমাদের সর্বশেষ ক্লাশে তিনি দয়াদূর্ন কণ্ঠে বলেছিলেন, “তোমরা এখন বড়ো হয়েছো। যদি তোমাদের অভিভাবক তোমাদের জন্য ভালো কোন বিয়ের ব্যবস্থা করেন, তোমরা তাতে অসম্মতি জানাবে না। তোমাদের সুখী দামপত্য জীবন কামনা করি”। এ সব অদ্ভুত শব্দাবলি বেরিয়েছিল এক জন কুমারী শিক্ষিকার মুখ থেকে!

শেষ করার আগে, আমার এম.এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর যা ঘটেছিল, তা বলা দরকার। এতে আমার অধ্যাপকবৃন্দ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে তাঁরা নিজেদের অর্থে আমাকে এক সেট শেক্সপিয়র রচনাবলি আনুষ্ঠানিক ভাবে উপহার দিয়েছিলেন পরবর্তী পুরস্কার দিবসে। রচনাবলির ঐ সেট এখনও আমার মহৎ মূল্যবান সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমার কাছে আদৃত। এগুলো আমার মহৎ শিক্ষকবৃন্দের গভীর পাণ্ডিত্য ও গভীর স্নেহের নিদর্শন। আমার জ্ঞান ভাণ্ডারের সিংহভাগের জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

আমার জীবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাড়িয়ে আমার ফেলে আসা অতীতের অভিজ্ঞতাগুলোর দিকে তাকালে, - সেই কলেজ ভবন, সুউচচ স্তম্ভরাশি, শ্রেণীকক্ষসমূহ আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অতীতের কুয়াশাচছন্নতা থেকে জেগে ওঠে নবীন শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল দৃষ্টি, বর্ষিয়ান শিক্ষকদের কোমল স্মিত হাস্য।

নিবেদিতা সেন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
জন্ম ১৯০৪

উদ্ধৃত অংশে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পটভূমির কথা বলা হয়েছে, তা কেমন?

নিজের বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সম্পর্কে লেখিকার কী মনোভাবের পরিচয় পাও?

এই অংশে লেখিকার বক্তব্যের চং কি আত্মগত ভাবনা-নির্ভর না বিষয় নির্ভর। তোমার মত লেখ।

(খ)

স্বাধীনতা, তুমি

- স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান ।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, বাঁকড়া চুলের বাবরি, দোলানো
5 মহান পরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে' অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর বাঁঝালো মিছিল ।
10 স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি ।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে ধাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার ।
স্বাধীনতা তুমি
15 মঞ্জুর যুবার রোদে বলসিত দক্ষ বাহুর গ্রহিল পেশী ।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তি সেনার চোখের ঝিলিক ।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
20 শাণিথ কথার বলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা ।
25 স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন ।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছাড়ানো মায়ের গুত্র শাড়ির কাঁপন ।

শামসুর রহমান, বাংলাদেশ

জন্ম ১৯২৯

- ১ শহীদ মিনার : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ । ঐ আন্দোলনের পরিণতি ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত । ইহা ঢাকায় অবস্থিত ।

এই কবিতায় স্বাধীনতা সম্পর্কে কবির আবেগ-অনুভূতির পরিচয় দাও।

কবি তাঁর আবেগগুলোকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে কি সফল হয়েছেন? কী ভাবে?

কবি কী ভাবে তাঁর স্বদেশের ঐতিহ্যকে এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন?

কবি তাঁর মতামত অনুসরণের জন্য তোমাকে কি সার্থকভাবে অনুপ্রাণিত করেন? কেমন করে?
